“ইজতিমায়ে মিলাদ”

(রবভী তারিখ) এর বয়ান

আম্বিয়ায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হুযুর ﷺ এর মর্যাদা

আম্বিয়ায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হুযুর ﷺ এর মর্যাদা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি একশটি রহমত বর্ষণ করেন। যে আমার উপর একশবার দরূদে পাক প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন, **এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।** আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মুজামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস- ২৭৩৫, যিয়ায়ে দরূদে সালাম, ৫ পৃষ্ঠা)

পড়ো সালাম করো ডুব কর মুহাব্বাত মে,
দরূদে পাক কি কসরত নবী কি আ'মদ হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শান ও শওকতপূর্ণ মহান রাত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৩৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১২তম রাত, **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা**র লাখ লাখ শুকরিয়া যে, যিনি আমাদের আরো একবার আজিমুশ্মান ফযিলত ও বরকতময় এই পবিত্র রাত নসীব করিয়েছেন, এটি সেই মহান রাত, যাতে **মাহবুবে রব, সুলতানে আরব, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম, নবীয়ে মুহতাশাম, শাহে আরব ও আজম, শাফেয়ে উমাম, হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় শুভাগমণ হয়েছে। এটি সেই মহান রাত, যা শবে কদর থেকেও উত্তম, এটি সেই মহান রাত, যাতে মা আমেনা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘরে এমন মহান নূর চমকালো যে, যার দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেলো। এটি সেই মহান রাত, যেটাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র আদেশে ফিরিশতাদের সরদার জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام পূর্ব ও পশ্চিম এবং কাবা শরীফের ছাদে পতাকা উত্তোলন করেছেন।

www.dawateislami.net

এটি সেই মহান রাত, যেটাতে **আল্লাহ্‌র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনে ইরানের বাদশাহ কিসরার মহলে ভূমিকম্প আসলো এবং ইরানের এক হাজার বছরের পুরোনো জলন্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ নিভে গেলো।

বুঝ গেয়ীঁ জিস কে আগে সভী মাশআলেঁ,
শময়া ওহ লে কর আ'য়া হামারা নবী। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ সেই মহান নুরানী ও আলোক বিচ্ছুরণকারী রাত, যেটাতে **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশে আসমান এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিলো, এটি সেই মহান নুরানী রাত, যার বরকতে সেই বছর দুনিয়ার সকল মহিলাকে শিশু পুত্র অর্থাৎ পুত্র সন্তান দান করা হয়েছে।

আজকের এই মহান নুরানী রাতে **হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **এর বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের মোবারক আলোচনা করবো, শানে **মুস্তফা** ও **মুস্তফার** স্বরণে নাত গুনগুন করবো, মারহাবা ইয়া **মুস্তফার** শ্লোগানে মুখরিত করবো এবং নিজের খালি ঝুলিকে রহমত ও বরকত দ্বারা পূর্ণ করবো। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

আমাদের **আক্বা ও মাওলা, দু'জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** সব ধরণের উত্তম গুনাবলী দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং সকল প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র রেখেছেন, কত যুগ যে পেরিয়ে গেছে এবং পেরিয়ে যাবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন শান ও শওকত, সম্মান ও মর্যাদাবান কেউ আসেনি এবং আসবেও না। আজকের বয়ানে আমরা আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام দৃষ্টি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! আ'লা হযরত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খুবই সুন্দর একটি শের শুনি।

তেরে খুলক কো হক নে আযিম কাহা, তেরী খিলক কো হক নে জামিল কিয়া,
কোয়ী তুঝ সা হুয়া হে না হোগা শাহা, তেরে খা'লিকে হুসন ও আদা কি কসম।
(হাদায়িকে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শেরটির ব্যাখ্যাঃ হে আমার দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার মোবারক চরিত্রকে মহান বলে ঘোষনা করেছেন এবং আপনার সৌভাগ্য মন্ডিত শুভাগমণ হাজারো সৌভাগ্য ও বরকত নিয়ে এলো, এমনই অদ্ভুত ও সুন্দর কারো জন্ম হয়নি। **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো আর কেইবা হতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ! জমিন ও আসমান সৃষ্টিকারীর শপথ! **"আপনার** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মতো আর কেউ নাই" **(শরহে হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২২৬)**

আমরা গরীবদের **আক্বা ও মাওলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কিরূপ? গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন এবং বুঝুন তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই নুরানী রাতের বরকত ও রহমত অর্জিত হবে।

আসুন! বয়ান শুরুর পূর্বে আশিকে মাহে মিলাদ ও আশিকে মাহে রিসালত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত শ্লোগান দ্বারা এই নূরানী রাতকে স্বাগতম জানাই। সম্ভব হলে মাদানী পতাকা উড়িয়ে খুবই খুশি ও উৎসাহ, ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে মারহাবা ইয়া **মুস্তফা**র সাড়া জাগিয়ে তুলুন।

ছরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কি ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূলে মকবুল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সোহ্নে কি আমদ.....মারহাবা
মোহ্নে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
মুখতার কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুসা কলিমুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হুযুর ﷺ এর মর্যাদা

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ হলো এবং তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তা পাঠ করলেন, তখন সেখানে এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা দেখে বলতে লাগলেন।

www.dawateislami.net

"**হে আমার প্রতিপালক**! আমি তাওরাতে এমন এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা পড়লাম, যারা সর্বশেষে আসবে এবং সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব পাবে, **হে আমার মালিক**! তুমি সেই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও।" তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدُ অর্থাৎ তারা তো **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।" হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো: "হে আমার **পরওয়ারদিগার**! আমি তাওরাতে এমন এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা পড়লাম, যারা **আল্লাহ্ তাআলা**কে ডাকবে এবং তাদের দোয়া কবুল হবে, এই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও।" তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدُ অর্থাৎ তারা তো **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।" হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো: "হে আমার **মালিক**! আমি তাওরাতে এমন এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা পড়লাম, যাদের কিতাব তাদের বুকে সংরক্ষিত থাকবে এবং তা তারা মুখস্থ তিলাওয়াত করবে। কেননা, পুর্বেকার লোকদের নিজেদের আসমানি কিতাব মুখস্থ হতো না, তারা তা দেখে দেখে পাঠ করতো। তখন আরয করলেন: সেই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدُ অর্থাৎ তারা তো **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।" হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো: "হে আমার **মালিক**! আমি তাওরাতে এমন এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা পাঠ করলাম, যারা আপন আত্মীয়দেরকেই সদকা দিবে আর এর কারণে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। এই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও।" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدُ অর্থাৎ তারা তো **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।" হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো: "হে আমার **রব তাআলা**! আমি তাওরাতে এমন এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা পড়লাম, যখন তাদের কোন ব্যক্তি গুনাহের ইচ্ছা করবে তবে গুনাহ লিখা হবে না এবং যদি সে গুনাহ করেই নেয় তবে শুধু একটি গুনাহই লিখা হবে, হে আমার **মালিক**! সেই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও।" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدُ অর্থাৎ তারা তো **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।" হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো:

www.dawateislami.net

"হে আমার **রব তাআলা**! আমি তাওরাতে এমন এক (মর্যাদাবান) উম্মতের আলোচনা পড়লাম, যাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান দান করা হবে এবং তারা গুমরাহীকে মিটিয়ে দেবে আর দজ্জালকে হত্যা করবে। **হে আমার পরওয়ারদিগার**! সেই উম্মতদের আমার উম্মত বানিয়ে দাও।" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدُ অর্থাৎ তারা তো **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।" তখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো: "তবে আমাকে **আহমদের** উম্মত বানিয়ে দাও।" এই দোয়ার কারণে **আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত** মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে দুটি বিশেষত্বে ভূষিত করে ইরশাদ করেন: "হে মুসা! আমি তোমাকে আমার রিসালত এবং আমার কথোপকথনের জন্য নির্বাচন করলাম, আর যা কিছু আমি তোমাকে দিলাম, তা গ্রহন করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও।" এই বাণীর ভিত্তিতে হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে **রব তাআলা**! আমি সন্তুষ্ট হলাম।

(দালাঈলুন নবুয়া লি ইবনে নাঈম, আল ফসলুর রাবেয়ে, পৃষ্ঠা ৩৩, হাদীস নং- ৩১)

এমনিভাবে এক হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত** মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দিন যে, যারা **আহমদ** (অর্থাৎ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে মানবে না, তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। আরয করা হলো: হে আমার **মালিক**! **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে? ইরশাদ করলেন: আমি আমার দরবারে কোন সৃষ্টিকে এর চেয়ে বেশি সম্মানীত করে বানায়নি, আমি আসমান ও জমিনের সৃষ্টির পূর্বেই **তাঁর** নামকে আমার নামের সাথে আরশের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি, এবং যতক্ষন পর্যন্ত **তিনি** এবং **তাঁর** উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, ততক্ষন পর্যন্ত সকল সৃষ্টির জন্য জান্নাতকে হারাম করেছি। আরয করা হলো: **হে আমার মালিক**! **তাঁর** উম্মত কারা? ইরশাদ হলো: তারা অধিকহারে (হামদ) প্রশংসাকারী। যখন **আল্লাহ্ তাআলা মাহবুবের** উম্মতের আরো (অনেক) গুনাবলী ইরশাদ করেন তখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আল্লাহ্**! আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: তাদের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। আরয করলেন:

www.dawateislami.net

হে আমার মালিক! আমাকে সেই নবীর উম্মত বানিয়ে দাও। ইরশাদ করলেন: আপনি **তাঁর** পূর্বের যুগে আর তিনি পরে, কিন্তু সর্বদা স্থায়ী ঘরে (জান্নাতে) আমি আপনাকে **তাঁর** সাথে একত্রিত করবো। **(খাচায়িচে কুবরা, বাব যিকরুহু ফিত তাওরাত ওয়াল ইঞ্জিল, ১/২৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হিদায়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতকে কিরূপ শান ও মর্যাদা দান করেছেন যে, সকল উম্মতের মধ্যে সবার শেষে আসলো কিন্তু সম্মান ও মর্যাদা এবং ফযিলতে সবার উপর প্রধান্য লাভ করলো, তা এভাবে যে, শুধু নেকীর ইচ্ছা করাতেই একটি নেকীর সাওয়াব পেয়ে যায় এবং গুনাহের ইচ্ছা করাতে গুনাহ লিখা হয় না। যখন **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় নবী হযরত মুসা কলিমুল্লার, **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের ফযিলত ও বিশেষত্ব সম্পর্কে জানা হলো তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এই উম্মতকে নিজের উম্মত বানানোর অনুরোধ পেশ করেন কিন্তু যখন এর অনুমতি পাওয়া গেল না তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আবেদন করলেন। মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় এই উম্মতকে যে ফযিলত ও উৎকর্ষতা দান করেছেন, তা অন্যান্য উম্মতদের দেয়া হয়নি। তাইতো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকরা **তাঁর** আগমনের (নাত) কালাম (শের), হেলে দুলে শুনিয়ে থাকে যে-

ইয়ে কিস শাহানশাহে ওয়ালা কি আ'মদ আ'মদ হে
ওহ আয়ে আ'নে কি জিন কে খবর থি মুদ্দত সে
রুসুল উনহি কা তু মুশদা সুনানে আয়ে হে
কিতাবে হযরত মুসা মে ওসফ হে উন কা

ইয়ে কোন সে শাহে বালা কি আ'মদ আ'মদ হে
দোয়া খলিল কি ঈসা কি জু বিশারত থে
উনহি কে আ'নে কি খুশইয়াঁ মানানে আয়ে হে
কিতাবে ঈসা মে উন কে আফসানে আয়ে হে

(সামানে বখশীশ, ১১৯-১২৫ পৃষ্ঠা)

♣ ছরকার কি আমদ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ... মারহাবা ♣ সালার কি আমদ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ... মারহাবা ♣ গমখোয়ার কি আমদ... মারহাবা ♣ তাজেদার কি আমদ... মারহাবা ♣ শানদার কি আমদ... মারহাবা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام তাওরাত কিতাবে উম্মতে **মুস্তফা**র যে বিশেষত্বগুলো পড়েছেন, তা শুনে হয়তো কারো মনে এরূপ ধারনা সৃষ্টি হবে যে, এখানে তো উম্মতে **মাহবুবে**র শান ও মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, **মুস্তফা**র শান তো নয়! তবে মনে রাখবেন! এই উম্মতের যেই শান ও মার্যাদা, মহত্ব ও ফযিলত এবং বিশেষত্ব নসীব হয়েছে তা আসলে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত স্বত্তার বরকতেরই সদকা, যদি **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে না আসতেন তবে দুনিয়ায় না জিন থাকতো না মানুষ, না সূর্য থাকতো না চন্দ্র, না জমিন হতো না আসমান, না জান্নাত ও দোযখ হতো, না হুর ও গিলমান, না লৌহ ও কলম হতো, না আরশ ও কুরসী। মোটকথা **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তাই পুরো কায়েনাত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত** সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: হে ঈসা! **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো! এবং আপনার উম্মতের মধ্যে যারা **তাঁর** যুগ পাবে, তাদেরকেও আদেশ করুন, যেন **তাঁর** প্রতি ঈমান আনে " فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ কেননা যদি **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তা না হতো, তবে না আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম, না জান্নাত ও দোযখ বানাতাম।" যখন আমি আরশকে পানির উপর বানালাম তখন তা দুলছিলো, অতঃপর আমি তাতে " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله" লিখে দিলাম, তখন তা স্থির হয়ে গেল। (খাসায়িছুল কোবরা, বাব খুচুচিয়াতু বিকিতাবিহি ইসমুহুশ শরীফ, ১/১৪)

জমিন যমাঁ তোমহারে লিয়ে মকিন ও মকাঁ তোমহারে লিয়ে
চুনিন ও চুনাঁ তোমহারে লিয়ে বনে দো জাহাঁ তোমহারে লিয়ে
দাহান মে যবাঁ তোমহারে লিয়ে বদন মে হে জাঁ তোমহারে লিয়ে
হাম আয়ে ইহাঁ তোমহারে লিয়ে উঠে ভি ওহাঁ তোমহারে লিয়ে
তোমহারি চমক তোমহারি দমক তোমারি ঝলক তোমহারি মেহেক
যমিন ও ফলক সামাক ও সমক মে সিক্কা নিশাঁ তোমহারে লিয়ে
কলিম ও নজি মসিহ ও সফি খলিল ও রদি রসূল ও নবী
আতিক ও ওসী গনি ও আলী সানা কি যবাঁ তোমহারে লিয়ে

www.dawateislami.net

ইয়ে শমস ও কমর ইয়ে শাম ও সহর ইয়ে বুরগ ও শজর ইয়ে বাগ ও ছমর
ইয়ে তী'গ ও সপর ইয়ে তাজ ও কমর ইয়ে হুকমে রাওয়াঁ তোমাহরে লিয়ে

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৪৮-৩৪৯ পৃষ্ঠা)

চরনগুলোর সারমর্ম!

হে আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পুরো জগৎ এবং এতে অবস্থিত সকল বস্তুকে আপনার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের ভাষা, আমাদের জীবন, আমাদের এই দুনিয়ায় আসা, সবকিছুই আপনারই দয়াময় সদকায় এবং কিয়ামতের দিনও (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ) আপনার একক শান দেখার জন্যই উঠবো, আপনারই দীপ্তি ও উজ্বলতা, ঝলক এবং আপনার সুগন্ধি (দ্বারা পুরো জগৎ উপকৃত হচ্ছে এবং) জমি হোক বা আসমান, উচ্চ হোক বা নিম্ন চারিদিকে আপনারই শান ও মহত্বেরই রাজত্ব, (হযরত) মুসা عَلَيْهِ السَّلَام হোক বা (হযরত) নূহ عَلَيْهِ السَّلَام, (হযরত) ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام হোক বা (হযরত) আদম عَلَيْهِ السَّلَام, (হযরত) ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام হোক বা (হযরত) ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বরং সকল রাসূল ও নবী এমনকি সিদ্দিক ও ফারুক, ওসমান ও আলী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ) মোটকথা সকল মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বই আপনারই প্রশংসা ও গুনকীর্তন করেই কসীদা পাঠ করে। এই চাঁদ ও সূর্য, সকাল ও সন্ধ্যা, গাছ ও পাতা এবং ফল আর বাগান, তলোয়ার ও ঢাল, শাহী মুকুট সবকিছুই আপনারই দয়াময় সদকায়, মোটকথা আপনার মর্যাদা এমনই উচ্চ ও উন্নত যে, পুরো জগতে শুধু আপনারই হুকুম সর্বদা চলমান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে যে, দুনিয়ার সকল জিনিষেরই অস্থিত্ব **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণেই, **তাঁর** সদকায় নসীব হয়েছে, তিনিই জগতের মূল এবং সকল স্বত্তার উৎস। **আল্লাহ্ তাআলা** সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এমনকি হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام বরং সকল সৃষ্টি এবং বিশ্বব্রম্মান্ডের পুর্বেই আপন **হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে নিজের পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি হাদীসে জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হচ্ছে: "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِر অর্থাৎ হে জাবির! **আল্লাহ্ তাআলা** সর্বপ্রথম তোমার **নবীর** নূরকে সৃষ্টি করেছেন।" (কাশফুল খিফা, হরফুল হামজা মাআল ওয়াও, ১/২৩৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **হুযুর জানে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তা বশরিয়্যতের অর্থাৎ মানব স্বত্তার পাশাপাশি নূর দ্বারাও পরিপূর্ণ। বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কাসিমে নূর অর্থাৎ নূর বন্টনকারী, যাকে ইচ্ছা নূর দ্বারা পূর্ণ করে দেন। হযরত সায়্যিদুনা আসিদ বিন আবি আয়াস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী, যার চেহারায় **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বুকে নিজের নূরানী হাত মোবারক রেখেছিলেন, বলা হয় যে, যখনই তিনি (অর্থাৎ সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কোন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতেন তবে ঘর আলোকিত হয়ে যেতো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/১২৩, দ্বাদশ অংশ, হাদীস নং- ৩৬৮১৯। খাসায়িসুল কোবরা ২/১৪২)

আসুন! আমরাও একত্রে এই **নূর ওয়ালা আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের গুণকীর্তন করি, যার বরকতে কুফর ও শিরকের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গেছে এবং চারিদিকে নূর ই নূর চেয়ে গেছে:

ঈদে মিলাদুন্নবী হে দিল বড়া মসরুর হে
ইস তরফ জু নূর হে তু উস তরফ ভি নূর হে
আ'মদে সরকার সে যুলমত হুয়ি কাপূর হে
জশনে মিলাদুন্নবী হে কিয়ুঁ না ঝুমে আজ হাম
মিল কে দিওয়ানোঁ! পড়ো সারে দরূদ আব জুম কর
আ'মেনা তুঝকো মোবারক শাহ কা মিলাদ হো

হার তরফ হে শা'দমানি রনজ ও গম কাপুর হে
যর্‌রা যর্‌রা সব জাহাঁ কা নূর সে মা'মুর হে
কিয়া যমিঁ কিয়া আসমাঁ হার সমত ছা'য়া নূর হে
মুসকুরাতি হে বাহারেঁ সব ফযা পুর নূর হে
আজ ওহ আ'য়া জাহাঁ মে জু সারাপা নূর হে
তেরা আঙ্গন নূর, তেরা ঘর কা ঘর সব নূর হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৮৩-৪৮৪ পৃষ্ঠা)

♣ ছরকার কি আমদ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ... মারহাবা ♣ সালার কি আমদ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ... মারহাবা ♣ গমখোয়ার কি আমদ... মারহাবা ♣ তাজেদার কি আমদ... মারহাবা ♣ শানদার কি আমদ... মারহাবা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নূরের পায়কর, নবীদের সরওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** এমন শান ও মহত্ব দান করেছেন যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগন عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে প্রশংসা মূলক কবিতা পাঠ করতেন এবং তাঁর ফযিলত আর উৎকর্ষতা বর্ণনা করতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুসরী তার জগদ্বিখ্যাত **"কসীদায়ে বুরদা শরীফে"** বলেন:

www.dawateislami.net

وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ

غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ

অনুবাদঃ সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় এক অঞ্জলী বা বৃষ্টির একটি ফোঁটার আকাঙ্ক্ষী।

এপ্রসঙ্গে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যা বলেন, আসুন! তার সারমর্ম শ্রবণ করি: সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِ السَّلَام নিজের পবিত্র মাহফিল ও মজলিসে **হুযুর সায়্যিদিল মুরসালিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফযিলত ও গুনাবলী বর্ণনা করতেন এবং নিজের মাহফিল সমূহকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা দ্বারা পূর্ণ করতেন আর নিজেদের উম্মতদের **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করার এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য ওয়াদা গ্রহন করতেন। **(ফাতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৩৫)**

কলিম ও নজি মসিহ ও সফি খলিল ও রদি রসূল ও নবী,
আতিক ও ওসী গনি ও আলী সানা কি যবাঁ তোমারে লিয়ে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

পংক্তির ব্যাখ্যাঃ হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام হোক বা হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام হোক বা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام হোক বা যে কোন নবী ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَامই হোক, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হোক বা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বা ওসমানে গনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হোক বা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم মোটকথা সকলকেই আপনারই প্রশংসা ও গুনকীর্তনেই ব্যস্ত দেখা যেত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আদম ছফিউল্লাহ্-এর দৃষ্টিতে হুযুর ﷺ এর মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র স্বত্তার সম্পর্কে কেইবা জানেন না যে, যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** সকল মানুষের পিতা (আদি পিতা) হওয়ার সম্মান দান করেছেন, সকল ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সিজদা করিয়েছেন এবং নিজের তৈরিকৃত জান্নাতের শোভা দেখিয়েছেন,

www.dawateislami.net

এমনই উচ্চ ও উন্নত মর্যাদা নসীব হওয়ার পরও স্বয়ং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি তাঁর ভালবাসার অবস্থা তো দেখুন যে, একবার আদম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর প্রিয় সন্তান হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام কে নসীহত করতে গিয়ে তাঁর সামনে খুবই মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে **তাজেদারে আম্বিয়া, মাহবুবে কিবরিয়া, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে যিকরে **মুস্তফা** করতে থাকার তাগিদ দেন।

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সন্তান হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: তুমি যখনই **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করবে তবে সাথে **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামেরও যিকির করবে। কেননা, আমি তখনো সেই মোবারক নাম আরশের স্তম্ভে লেখা দেখেছিলাম, যখন আমি রূহ এবং মাটির মাঝে সৃষ্টিরত ছিলাম, অতঃপর যখন আমাকে আসমানের ভ্রমন করানো হলো তখন আমি সব জায়গায় এই নাম মোবারক লেখা দেখলাম, অতঃপর আমার **রব তাআলা** আমাকে জান্নাতে অবস্থান করালেন, তখন সেখানেও আমি প্রতিটি জান্নাতী মহল এবং দরজায় নামে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) লেখা দেখলাম, এছাড়াও হুরদের কপালে, তুবা গাছ ও সিদরাতুল মুনতাহা গাছে এবং অন্যান্য জান্নাতী গাছের পাতায় তাছাড়াও **আল্লাহ্ তাআলা**র পর্দার পার্শ্বদেশে এবং ফিরিশতাদের চোখের মধ্যখানেও আমি এই নামে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লেখা দেখেছি। সুতরাং অধিকহারে **তাঁর** যিকির করো, নিশ্চয় ফিরিশতারাও সর্বদা **তাঁর** মঙ্গলময় যিকির করে নিজেদের ঠোঁটকে সতেজ রাখে। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ২৩/২৮১, নম্বর- ২৭৮১)**

সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে?

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় ক্ষমা করে দাও। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে আদম! তুমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কিভাবে চিনো, অথচ এখনো তো আমি **তাকে** সৃষ্টিও করিনি? হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে **আল্লাহ্ তাআলা**! যখন তুমি আমাকে সৃষ্টি করে আমার মাঝে রূহ প্রবেশ করিয়েছো এবং আমি আমার মাথা উঠালাম,

www.dawateislami.net

তখন আমি আরশের স্তম্ভে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه লেখা দেখলাম, তখন আমি জেনে গেলাম যে, তুমি তোমার নামের সাথে ঐ নামটি মিলিয়েছো, যা তোমার সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: হে আদম! তুমি সত্যই বলেছো, নিশ্চয় **তিনি** সকল সৃষ্টির মাঝে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তুমি **তাঁর** ওসীলায় আমার নিকট দোয়া করো আমি তোমায় ক্ষমা করে দিবো এবং "وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَاخَلَقْتُكَ" যদি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) না হতো তবে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। (মুসতাদরিক, ৩/৫১৭, হাদীস নং- ৪২৮৬)

নুহ ও খলিল ও মুসা ও ঈসা
সব কা হে আক্বা নামে মুহাম্মদ
আখোঁ কা তারা নামে মুহাম্মদ
দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ
আল্লাহু আকবর রাব্বুল উলা নে
হার শে পে লিখা নামে মুহাম্মদ
হে ইয়ুঁ তো কসরত সে নাম লেকিন
সব সে হে পেয়ারা নামে মুহাম্মদ
দৌলত জু চাহো দোনো জাহাঁ কি
করলো ওযীফা নামে মুহাম্মদ
সাল্লে আলা কা চেহরা সাজা কর
দুলহা বানায়া নামে মুহাম্মদ
শেয়দা না কিউঁ হো ইস পর মুসলমাঁ
রব কো হে পেয়ারা নামে মুহাম্মদ
আখোঁ মে আ'কর দিল মে সামা কর
রঙ্গত রচা জা নামে মুহাম্মদ

(কাবালায়ে বখশীশ, ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠ)

♣ ছরকার কি আমদ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ... মারহাবা ♣ সালার কি আমদ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ... মারহাবা ♣ গমখোয়ার কি আমদ... মারহাবা ♣ তাজেদার কি আমদ... মারহাবা ♣ শানদার কি আমদ... মারহাবা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই আমরা আদি পিতা হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর মোবারক ভাষায় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, নিঃসন্দেহে তা **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহই বলা হবে যে, এই দুনিয়ায় **তাঁর** আগমনের পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলা** নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমেই **তাঁর** শান ও মহত্বের বর্ণনা করিয়েছেন, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর পর থেকে নবুয়তের ধারাবাহিকতা চলে আসছে,

www.dawateislami.net

এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা হযরত** সায়্যিদুনা নুহ عَلَيْهِ السَّلَام কে লোকদের সংশোধনের জন্য দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, নিঃসন্দেহে তাঁর মান ও মর্যাদাও নবীদের মাঝে অনেক উর্ধ্বে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টায় কোন অংশ বাদ রাখেননি, কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকজন ছাড়া এই হতভাগা সম্প্রদায় নিজেদের একঘেয়েমীতে অটল রইলো, এমনকি কিয়ামতের ময়দানে এই হতভাগা সম্প্রদায় **রব তাআলার** দরবারে দাড়িঁয়েও তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে, অতঃপর যখন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সত্য প্রকাশ করবেন তখন এরই মাঝে সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরা হাশরবাসীদের সামনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনাবলীও বর্ণনা করবে। আসুন! এবার হযরত সায়্যিদুনা নুহ عَلَيْهِ السَّلَام এর মোবারক ভাষায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা শ্রবণ করি।

নূহ নজিউল্লাহ্ এর দৃষ্টিতে হুযুর ﷺ এর মর্যাদা

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর উম্মতদের ডাকবেন এবং ইরশাদ করবেন: তোমরা নূহকে কি উত্তর দিয়েছিলে? তারা বলবে: তিনি আমাদের নিকট না কোন দাওয়াত দিয়েছেন, না তোমার কোন হুকুম আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন, না কোন নসীহত করেছেন এবং না আমাদের কোন কিছুর আদেশ করেছেন আর না বারণ করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা নূহ নাজিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করবেন: হে আমার **রব তাআলা**! আমি তাদের এমনভাবে দাওয়াত দিয়েছি যাতে পুর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই অন্তর্ভূক্ত ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর উম্মতদের ডাকো, তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতগণ এমন শান ও শওকতে উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে সামনে থাকবে। হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের বলবেন: আপনারা কি জানেন যে, আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট **আল্লাহ্ তাআলার** বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তাদের বুঝানোর অনেক চেষ্ট করেছি আর গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের দোযখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি,

www.dawateislami.net

কিন্তু তারপরও তারা আমার দাওয়াত গ্রহন করা থেকে দূরে থাকতো। তখন **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উম্মতরা বলবেন: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। এতে হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়েরা বলবে: হে **আহমদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি এবং আপনার উম্মতরা এসম্পর্কে কিভাবে জানেন? আমরা হলাম সর্ব প্রথম উম্মত আর আপনি এবং আপনার উম্মতরা সবশেষে তাশরীফ এনেছেন। তখন **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরা নূহ তিলাওয়াত করবেন, যখন **তিনি** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সূরা শেষ করবেন তখন **তাঁর** উম্মতরা বলবে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটা সত্যি ঘটনা এবং **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নাই আর নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** অত্যধিক জ্ঞাত। **(মুসতাদরিক, ৩/৪১৪, হাদীস নং- ৪০৬৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কিয়ামতের দিন সকল **নবীদের সরদার, শফীয়ে রোজে মাহশার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ শান ও মহত্ব দান করা হবে যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام রিসালতের তবলিগের সত্যায়িত করবেন, বরং **তিনি** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে সকল হাশরবাসীদের সর্বপ্রথম শাফায়াতও করবেন। মনে রাখবেন! হাশরের দিন, পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) বছরের হবে, তামার উত্তপ্ত জমিন হবে, সূর্য এক মাইল দুরত্ব থেকে আগুন বর্ষণ করবে, অনেক লোক নিজ নিজ ঘামে ডুবে থাকবে, কঠিন পিপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যাবে। নফসী নফসীর অবস্থা হবে এবং এমন কঠিন মুহূর্তে কেউ ভাল অবস্থায় থাকবে না। এই পেরেশানি থেকে মুক্তির জন্য হাশরবাসীরা সুপারিশকারী খুঁজে বেড়াবে, যিনি তাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দিবে। অতঃপর এই বিষয়টি আলোচনা করে ঠিক করা হবে যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আমাদের সকলের পিতা, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে নিজের কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতে থাকার জন্য স্থান দিয়েছেন আর নবুয়তের মর্যাদায়ও অধিষ্টিত করেছেন, তাঁর খিদমতে উপস্থিত হবো, তিনি আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন। সুতরাং তারা খুবই কষ্ট করে তাঁর নিকট গিয়ে আরয করবে: হে আদম! আপনি হচ্ছেন আবুল বশর (আদি পিতা),

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে **তাঁরই** কুদরতের হাতে বানিয়েছেন এবং নিজের পছন্দনীয় রূহ আপনার মাঝে প্রবেশ করিয়েছেন আর ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং জান্নাতে আপনাকে রেখেছেন, সকল কিছুরই নাম আপনাকে শিখিয়েছেন, আপনাকে ছফি (পুত-পবিত্র) করেছেন, আপনি দেখছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় আছি ...?! আপনি আমাদের শাফায়াত করুন, **আল্লাহ্ তাআলা** যেন আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। (হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام) বলবেন: আমার এই ক্ষমতা নাই, আজ আমি আমার নিজের চিন্তায় বিভোর, আজ **রব তাআলা** এমন গযব দিয়েছেন যে, না পূর্বে কখনো এমন গযব দিয়েছেন, না ভবিষ্যতে দেবেন, তোমরা অন্য কারো নিকট যাও! (অতঃপর) লোকেরা আরয করবে: তবে কার নিকট যাবো...? বলবেন: নূহ এর নিকট যাও। কেননা, তিনি প্রথম রাসূল, যাকে দুনিয়ায় পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (অতঃপর) লোকেরা সেই অবস্থায় হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হবে এবং তাঁর ফযিলত বর্ণনা করে আরয করবে: আপনি আপনার **রবের** নিকট আমাদের জন্য শাফায়াত করুন, যেন তিনি আমাদের মীমাংসা করে দেন। এখান থেকেও সেই একই উত্তর আসবে যে, আমি এর উপযুক্ত নই, আমি নিজের চিন্তায় বিভোর, তোমরা অন্য কারো নিকট যাও! (লোকেরা) আরয করবে যে, আপনি আমাদের কার নিকট পাঠাবেন...? (তখন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام) বলবেন: তোমরা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট যাও। কেননা, তাঁকে **আল্লাহ্ তাআলা** বন্ধুত্বের মর্যাদা দান করেছেন। লোকেরা (হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর) সেখানে উপস্থিত হলে, তখন তিনিও একই উত্তর দিবেন যে, এর উপযুক্ত আমি নই, আমি নিজের উপরই সন্দিহান। সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হলে, তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খিদমতে প্রেরণ করবেন, সেখান থেকেও একই উত্তর আসবে, অতঃপর হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা ঈসা (রুহুল্লাহ) عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পাঠাবেন, তিনিও একই কথা বলবেন: এই কাজ আমার নয়, আজ আমার **রব তাআলা** এমন গযব দিয়েছেন যে, এরূপ আর কখনো দেননি এবং দেবেনও না, আমি আমাকে নিয়ে ভয়ে আছি, তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। লোকেরা আরয করবে: আপনি আমাদের কার নিকট প্রেরণ করবেন? তোমরা **তাঁর** নিকট যাও, **যার** হাতে বিজয় রাখা হয়েছে,

www.dawateislami.net

যিনি আজ নির্ভয় এবং সকল আদম সন্তানের সরদার, তোমরা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে যাও, **তিনি** সর্বশেষ **নবী**, **তিনি** আজ তোমাদের শাফায়াত করবেন, **তাঁর** নিকট উপস্থিত হয়ে যাও, **তিনি** এখানই আছেন। এবার লোকেরা ঘুরতে ঘুরতে, ধাক্কা খেতে খেতে, কান্নাকাটি করতে করতে, দোহাই দিতে দিতে, অসহায়দের আবাসস্থল দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করবে: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! হে **আল্লাহ্ তাআলার নবী**! **হুযুরের** হাতে **আল্লাহ্ তাআলা** ফতেহ বাব (অর্থাৎ সফলতার দরজা খোলা) রেখেছেন, আজ **হুযুর পুরনূর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রশান্ত, তাছাড়া আরো অনেক ফযিলত বর্ণনা করে আরয করবে: **হুযুর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একটু তো দেখুন আমরা কিরূপ বিপদে আছি! এবং কিরূপ অবস্থায় পৌঁছেছি! **হুযুর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন এবং আমাদের এই আপদ থেকে রক্ষা করুন। **হুযুর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উত্তরে ইরশাদ করবেন: (اَنَا لَهَا) অর্থাৎ আমিই এই কাজের জন্য, আমিই সেই, যাকে তোমরা সবখানে খুঁজে বেড়াচ্ছো। এই কথা বলে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে উপস্থিত হবেন এবং সিজদা করবেন। ইরশাদ হবে: "হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! নিজের মাথা উঠান এবং বলুন, আপনার কথা শুনা হবে এবং চান, যা চাইবেন পাবেন আর শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত মকবুল (অর্থাৎ কবুল করা হবে)। **(বাহারে শরীয়াত, ১/১৩৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত** আমাদের **আক্বা ও মাওলা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ শান ও শওকতের **মালিক** বানিয়েছেন যে, হাশরের সেই ভয়াবহ দিনে যখন মানুষ তার আপন ভাই-বোন, মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তানদের নিকট থেকে পালিয়ে বেড়াবে, সেই কঠিন দিনে সবারই আপন আপন চিন্তা থাকবে, এমনই ভয়ানক দিনে **দয়াময় আক্বা, স্নেহময় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগার উম্মতদের দোযখের আযাব থেকে বাচাঁনোর জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে একেরপর এক উম্মতের শাফায়াতের আবেদন করতে থাকবেন, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাফায়াতের অধিকার প্রদান করবেন এবং

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ্ তাআলার দানক্রমে নিজ উম্মতদের শাফায়াত করে তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

কিয়ামতের জ্ঞানলোপকারী বিপদে আমাদের বিগড়ে যাওয়া কাজ কিভাবে ঠিক হবে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাইজান হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরই দৃশ্য উপস্থাপন করতে গিয়ে নিজের কালামে বলেন:

তোমহারা নাম মুসিবত মে জব লিয়া হুগা
হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গিয়া হুগা

গুনাহগার ইয়ে জব লুতফ আ'প কা হুগা
কিয়া বেগাইর কিয়া বে কিয়া, কিয়া হুগা

খোদা কা লুতফ হুয়া হুগা দস্তগীর জরুর
জু গিরতে গিরতে তেরা নাম লে লিয়া হুগা

দেখায়ী জা'য়েগী মাহশার মে শানে মাহবুবী
কেহ আ'প হে কি খুশি আ'প কা কাহা হুগা

কিসি কে পা'ও কি বেড়ী ইয়ে কাঁটতে হুঙ্গে
কোয়ী আসীর গম উন কো পুকারতা হুগা

কিসি তরফ সে সদা আয়ে গী হুযুর আও
নেহী তো দম মে গরীবুঁ কা ফায়সালা হুগা

কোয়ী কাহেঁ গা দোহাই হে ইয়া রাসুলাল্লাহ
তো কোয়ী থাম কে দামন মচল গিয়া হুগা

ইয়ে বে করার করে গী সদা গরীবোঁ কি
মাকাদ্দাস আখোঁ সে তার আশক কা বান্ধা হুগা

হাজার জান ফিদা নরম নরম পা'ও সে
পুকার সুন কে আসীরোঁ কি দৌড়তা হুগা

আযীয বাচ্চা কো মাঁ জিস তরাহ তালাশ করে
খোদা গাওয়া এহি হাল আপকা হুগা

খোদাঈ ভর ইনহিঁ হাতোঁ কো দেখতি হুগী
যামানা ভর ইনহিঁ কদমোঁ পে লুটতা হুগা

মে উন কে দর কা ভিখারী হোঁ ফযলে মওলা
হাসান ফকীর কা জান্নাত মে বিসতরা হুগা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

♣ ছরকার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সালার কি আমদ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা ♣ গমখোয়ার কি আমদ ... মারহাবা ♣ তাজেদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ শানদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত মানুষ যতই বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, তার মাঝে বিদ্যমান গুনাবলীও ততবেশী উন্নত ও অতুলনীয় হওয়া চাই, যার কারণে সে অন্যান্য লোকের চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে পারে, আর যদি তার মাঝে একত্রে অনেক গুনাবলী একত্রিত হয় তবে তখন তার মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যায়, নিঃসন্দেহে নবীদের স্বত্তা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ এবং

www.dawateislami.net

সব দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের বিভিন্ন গুনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, কিন্তু **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও শানের প্রতি কুরবান হয়ে যান যে, **আল্লাহ্ তাআলা** যে গুনাবলী অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام আলাদা আলাদাভাবে দান করেছেন তার সবই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তায় একত্রিত করেছেন। কোন কবি কত সুন্দরই না বলেছেন:

কোয়ী মিসল মুস্তফা কা কাভি থা না হে না হুগা,
কিসি অউর কা ইয়ে রুতবা কাভি থা না হে না হুগা।

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ নূর বখশ তাওয়াক্কুলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তার কিতাব **"সীরাতে রাসূলে আরবী"**তে ঐ গুনাবলীর আলোচনা করেছেন, যা **হুযুর পূর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কিরামদের দান করা হয়েছিলো এবং এই সকল গুনাবলী **নবীদের সরওয়ার, মাহবুবে রব্বে আকবর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও দান করা হয়েছে, আসুন! আমরাও এই গুনাবলীর সারমর্ম শ্রবণ করি:

(১) হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত (সায়িদুনা) আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ্ তাআলা** সকল বস্তুর নামের জ্ঞান দিয়েছেন তাছাড়া তাঁকে (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিরিশতারা সিজদা করেছেন। আর **মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** না শুধু সকল জিনিষের নামের জ্ঞান দিয়েছেন বরং সে জিনিস সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়েছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা দরূদ প্রেরণ করতে থাকেন এবং মুমিনরাও দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন। এটি হচ্ছে পরিপূর্ণ সম্মান কেননা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে তো সিজদা একবারই করা হয়েছে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম সর্বদা অব্যাহত রয়েছে, আর এই সম্মান অনেক বেশি। কেননা, সিজদায় শুধু ফিরিশতারাই অন্তর্ভূক্ত ছিলো, আর দরূদে **আল্লাহ্ তাআলা**, ফিরিশতা এবং মুমিন সবাই অন্তর্ভূক্ত। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **"তাফসীরে কবীর"**এ লিখেন: **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের এই জন্যই সিজদা করতে আদেশ করেছিলেন যে, সেই সময় **নূরে মুহাম্মদী** হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কপালে বিদ্যমান ছিলো।

(তাফসীরে কবীর, সূরা বাকারা, ২৫৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ২য় অংশ, ৩/৫২৫)

www.dawateislami.net

মুমিনোঁ! পড়তে নেহী কিউঁ আপনে আক্বা পর দরূদ,
হে ফিরিশতোঁ কা ওয়াযিফা আসসালাতু আস সালাম। (কাবালায়ে বখশীশ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ্ তাআলা** আসমানে উঠিয়েছেন। আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** মেরাজ রজনীতে আসমানেরই উপর মকামে কাবা কাওসাইন পর্যন্ত উঠিয়েছেন।

(৩) হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের **আল্লাহ্ তাআলা** পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর **হুযুর পূর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অস্তিত্বের বরকতে **তাঁর** উম্মত ধ্বংস হয়ে যাওয়া আযাব থেকে মুক্ত আছে। (যেমনটি পারা ৯, সূরা আনফালের ৩৩ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ
(পারা ৯, আনফাল, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ্**র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবূব, আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন।

আল্লাহ্ তাআলা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকাকেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই নূরের বরকতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাচিঁয়েছেন। কেননা, সেই সময় **নূরে মুহাম্মদী** হযরত সায়্যিদুনা সাম عَلَيْهِ السَّلَام এর কপালে ছিলো।

(শরহে যুরকানী, মকসাদুল আউয়াল, ৪/১০৪)

কিশতিয়ে নূহ মে, নারে নমরুদ মে বতনে মাহী মে ইউনুস কি ফরিয়াদ পর,
আপ কা নামে নামী এ্যায় সাল্লে আলা হার জাগা হার মুসিবত মে কাম আ' গেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪) হযরত সালিহ عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** পাথর থেকে উটনী বের করেছেন এবং **তিনি** عَلَيْهِ السَّلَام ভাষা প্রাঞ্জলতায় অতুলনীয় ছিলেন। আর এদিকে উট **বারভী ওয়ালা মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া, আমেনার দিলরুবা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করলো এবং **তাঁর** সাথে কথা বললো। ভাষা প্রাঞ্জলতায় কেউ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমকক্ষ হতেই পারে না।

(খাসায়িসে কুবরা, যিকরে মুজিযাতে ফি দরুবুল হায়ওয়ানাত, বাব কিচ্চাতুল জমল, ২/৯৫)

মে নিসার তেরে কালাম পর মিলি ইয়ুঁ তু কিস কো যবা নেহী।
ওহ হুসন হে জিস মে সুখন না হো ওহ বয়ান হে জিস কা বয়ান নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** আগুনকে ঠান্ডা করে দিয়েছেন। আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের বরকতেই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর প্রতি আগুন ঠান্ডা হয়েছিলো। **(শরহে যুরকানী, আল মাকসাদুল আউয়াল, গযওয়ায়ে তাবুক, ৪/১০৫)** **মাহবুবে রাব্বুল উলা, সায়্যিদুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের কারণেই পারস্যের আগ্নেয়গিরির আগুন যা হাজার বছর ধরে নিভছিলো না, তা নিভে গেলো।

(খাচায়িসুল কোবরা, যিকরে মুজিযা, বাব আল আয়াতু ফি আদাম আহরাকুন নার, ২/১৩৩)

(৬) হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে তাঁরই পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام যখন যবেহ করছিলো তখন ধৈর্য ধারণ করলেন। আর **নবী করীম, রউফুর রহীম, মাহবুবে রব্বে আযীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শক্কে সদর হলো (অর্থাৎ বক্ষ মোবারক বিদির্ণ করার ঘটনা বাস্তবেই সংঘঠিত হয়েছিলো)। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জবেহ করা হয়নি বরং তাঁর স্থানে দুম্বা জবেহ করা হয়েছিলো।

(শরহে যুরকানী, আল মাকসাদুল হামিস, ফি তাখসিসু বিখাসাইসুল মিরাজ, ৮/২৮-২৯)

www.dawateislami.net

(৭) হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা عَلَيْهِ السَّلَام কে যখন হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাইয়েরা সংবাদ দিলো যে, ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে নেকড়ে খেয়ে নিয়েছে, তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام নেকড়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, নেকড় বললো: আমি ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে খাইনি। (খাসায়িসে কোবরা, ২/১৮২) আর আমার **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে নেকড়েরা এসে কথা বললো।

(খাসায়িসে কোবরা, যিকরে মুজিযা, বাব কিচ্ছাতুল যাহাব, ২/৩০৮)

(৮) হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ্ তাআলা** খুবই সৌন্দর্য্য দান করেছেন। আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তো এমন সৌন্দর্য্য দান করেছেন যে, যা আর কাউকে দেয়া হয়নি, হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর তো অর্ধেক সৌন্দর্য অর্জিত হয়েছিলো, কিন্তু **হাসীন ও জামীল, মাহবুবে রব্বে জালিল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য অর্জিত হয়েছিলো।

(খাসায়িসে কোবরা, বাবে একতেসাস, ২/৩১৫)

হুসনে ইউসুফ পে কাটেঁ মিসর মে আঙ্গুশত যনাঁ,
সর কাটাতে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব। (হাদায়িকে বখশীশ, ৫৮ পৃষ্ঠা)

চরন দু'টির ব্যাখ্যা: হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখে মিসরের মাহিলারা নিজের অজান্তেই আঙ্গুল কেটেঁ ফেলেছিলো, আর **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুধু নামেই আরবের নওজোয়ান নিজের গর্দান কাটাতে থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কাটাতেই থাকবে।

(৯) হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী

হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام ধৈর্য ধারণকারী ছিলেন। আর ধৈর্য ধারণে আমাদের **আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থা আরো বেশি (উন্নত) ছিলো। অর্থাৎ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধৈর্য অনেক মহান ছিলো।

www.dawateislami.net

(১০) হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আলোকিত হাত দান করা হয়েছে। আর **আলোকিত রাসূল, মা আমেনার সুবাসিত ফুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মোবারকে মোহরে নবুয়ত ছিলো, এছাড়াও তিনি আপদমস্তক নূর ছিলেন, যদি **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানবরূপী না হতেন, তবে কেউ তাঁর সৌন্দর্য্যের উজ্জলতা সহ্য করতে পারতো না।

এক ঝলক দেখনে কি তা'ব নেহী আলম কো,
হে আগর জলওয়া করেঁ কোন তামাশাঈ হো। (যওকে নাত, ১৪২ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام লাঠির আঘাতে পাথর থেকে পানি প্রবাহিত করেন। আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আঙ্গুল থেকে ঝর্ণার মতো পানি প্রবাহিত করেন। (খাসায়িসে কোবরা, যিকরে বকীয়াতুল মুজিযা, বাব নবয়িল মায়ি মিন বাইনি আসাবাআ, ২/৬৭) এটা তা থেকেই উচ্চ পর্যায়ের। কেননা পাথর থেকে পানি বের হওয়া তো প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, কিন্তু রক্ত মাংস থেকে পানি বের করা... বাহ্! বাহ্!

আঙ্গুলিয়াঁ হে ফয়য পর টোটে হে পেয়াসে ঝুম কর,
নদইয়া পাঞ্জাবে রহমত কি হে জারি ওয়াহ ওয়য়াহ। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

(১১) হযরত ইউশা عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা ইউশায়ে' عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য সূর্যকে স্থির রাখা হয়েছিলো। আর **নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যও সূর্যকে অস্ত যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। (শরহে যুরকানী, মকসদুর রাবেয়ে, ২/৪৯৩)

ইশারা সে চান্দ চির দেয়া চুপে হুয়ে হুর কো ফের দেয়া,
গেয়ী হুয়ে দিন কো আসর কিয়া ইয়ে তা'ব ও তাওয়াব তোমহারে লিয়ে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

(১২) হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে পাহাড়ও তাসবীহ পাঠ করতো। আর **সকল নবীদের তাজেদার, মাহবুবে পরওয়ারদিগার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক হাতে কঙ্করও তাসবীহ পাঠ করে বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যের হাতেও কঙ্করকে তাসবীহ পাঠ করিয়ে দিলেন।

www.dawateislami.net

আর এটাতো আরো উচ্চ পর্যায়ের যে, **তাঁর** খাবার থেকেও তাসবীহর আওয়াজ আসতো। কেননা, পাহাড় তো বিনয় ও নম্রতার গুণে গুণান্বিত কিন্তু খাবারের তাসবীহ পাঠ করা প্রসিদ্ধ নয়।

সঙ্গ ও শজর সালাম কো হাযির হে আস সালাম,
কলমে সে তর যবান দরখত ও শজর কি হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ২১০ পৃষ্ঠা)

পাখিকে হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর অনুগত করে দেয়া হয়েছিলো। আর **আমাদের নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পাখির পাশাপাশি অন্যান্য জীব-জন্তুদেরও (উট, হরিণ, নেকড়ে, সিংহ ইত্যাদি) অনুগত ও বাধ্যগত করে দিয়েছেন।

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর হাতে লোহা মোমের মত নরম হয়ে যেত, আর **আমার আক্বা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য মেরাজ রজনীতে একটি বড় পাথর খামিরের (অর্থাৎ পানি দ্বারা মিশ্রিত আটা) ন্যায় নরম হয়ে গিয়েছিলো। (দালাঈলুন নবুয়ত, নম্বর ৫৩৯, ২/৩৫৩)

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: وَكَانَ نَبِيُّكُمْ اَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَاَحْسَنَهُمْ صَوْتًا অর্থাৎ এবং তোমাদের **নবী**র চেহারা সবচেয়ে বেশি সুন্দর এবং আওয়াজ অনেক বেশি মধুর ছিলো। (শামাঈলে মুহাম্মদীয়া, বাব মাযা ফি কিরা'আতি রাসূলাল্লাহ, হাদীস নং- ৩০৩, পৃষ্ঠা ১৮৩। ও ফতহুল বারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, বাবুল মেরাজ, ৩৮৮৮ নং হাদীসের পাদটিকা, ৭/১৭৯)

(১৩) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে মহান রাজত্ব দান করা হয়েছে। আর আমরা **গরীবদের আক্বা, এতিমদের মাওলা, মুহাম্মদে মুস্তফা, ইয়াসিন ও ত'হা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** ক্ষমতা দিয়েছেন যে, নবূয়তের সাথে রাজত্ব নেয়া বা অধিনস্থতা (দাসত্ব)। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাসত্বকেই পছন্দ করলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** জমিনের ধন-ভান্ডারের চাবি **তাঁকে** দান করেছেন এবং **তাঁকে** ক্ষমতা দিয়েছেন যে, যাকে ইচ্ছা দান করুন। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কুঞ্জি তুমহে দিই আপনি খাযানোঁ কি খোদা নে,
মাহবুব কিয়া মালিক ও মুখতার বানায়া। (যওকে নাত, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام পাখিদের ভাষা বুঝতেন। আর **আমেনার বুকের দুলাল, মাহবুবে রব্বে জুল-জালাল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উট, নেকড়ে ইত্যাদি জীবের ভাষা বুঝতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে পাথর কথা বলেছে, যা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বুঝে নিয়েছেন।

হ্যাঁ এহি করতেহে চিড়ইয়াঁ ফরিয়াদ হ্যাঁ এহি চাহতি হে হরণি দাদ,
ইসি দর পর শতরানে নাশাদ গাই রনজ ও আনা করতে হে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

চরন দু'টির ব্যাখ্যা: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার তো সেই মহান দরবার, যেখানে শুধু মানুষ তো নয় বরং পাখিও সাহায্য প্রার্থণা করে এবং তাকে সাহায্যও করা হয়, হরিণ সুবিচার প্রার্থনাকারী হিসেবে উপস্থিত হয়, আর সুবিচার পেয়ে আনন্দচিত্তে ফিরে যায়, এটিই তো সেই দরবার যেখানে উট অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে, তারও অভিযোগ দূর করা হয়।

(১৪) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী:

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام মৃতদের জীবিত করা এবং অন্ধদের দৃষ্টি সম্পন্ন এবং কুষ্ঠ রোগীদের (শরীরের সাদা চামড়া বিশিষ্টদের) ভাল করে দিতেন। আর **কাওনাইনের দুলহা, সবচেয়ে উন্নত ও মহান, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও মৃতদের জীবিত এবং অন্ধদের দৃষ্টি সম্পন্ন আর কুষ্ঠ রোগীদের ভাল করেছেন। যখন খায়বার বিজয় হলো তখন সেখানকার এক গরীব মহিলা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিষযুক্ত ছাগলের মাংস উপহার স্বরূপ প্রেরণ করে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাগলের একটি রান নিলেন এবং তা থেকে কিছু খেলেন, সেই রান বললো যে, আমার মধ্যে বিষ ঢালা হয়েছে। (শরহে যুরকানী, মকসদুল আউয়াল, গযওয়ায়ে খায়বর, ৩/২৯০) এটা মৃতকে জীবিত করার চেয়েও বড়। কেননা, এটা মৃতের একটি অংশের জীবিত হওয়া, অথচ তার বাকী অংশ যা তা থেকে পৃথক এবং মৃতই ছিলো।

এক দিল হামারা কিয়া হে আ'যার ইস কা কিতনা,
তুম সে তু চলতে ফিরতে মুরদা জিলা দিয়ে হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চরন দু'টির ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার দুঃখকে দূর করে দেয়া তো আপনার জন্য সামান্য ব্যাপার। কেননা, আপনি তো চলতে ফিরতে মৃতকে জীবিত করে দেন, তবে আমার অন্তর আর কিইবা এমন?

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام মাটি দিয়ে পাখি বানিয়েছেন, আর বদরের যুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা উক্কাশা বিন মিহসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে একটি শুকনো লাকড়ী প্রদান করলেন, যখন তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে নাড়লেন তখন তা সাদা মজবুত লম্বা তলোয়ারে রূপ নিলো। (শরহে যুরকানী, মকসদুল আউয়াল, গযওয়ায়ে বদর আল কুবরা, ২/৩০১) (সীরাতে রাসূলে আরবী, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৯)

সব সে আওলা ও আলা হামারা নবী
সব সে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী
আপনি মাওলা কা পেয়ারা হামারা নবী
দোনো আলম কা দুলহা হামারা নবী
বজমে আখের কা শমআ ফিরোজা হুয়া
নূরে আউয়াল কা জলওয়া হামারা নবী
জিস কে শায়া হে আরশে খোদা পর জুলুস
হে ওহ সুলতানে ওয়ালা হামারা নবী
বুঝ গেয়ী জিস কে আগে সভি মাশআলে
শমআ ওহ লে কর আয়া হামারা নবী
সারে আচ্ছোঁ মে আচ্ছা সমজিয়ে জিসে
হে উস আচ্ছে সে আচ্ছা হামারা নবী
সারে উঁচু মে উঁচা সমজিয়ে জিসে
হে উস উঁচে সে উঁচা হামারা নবী
খলক সে আউলিয়া আউলিয়া সে রুসুল
অউর রাসূলোঁ সে আলা হামারা নবী
করনোঁ বদলী রাসূলোঁ কি হুতি রাহি
চান্দ বদলী কা নিকালা হামারা নবী
মুলক কাওনাইন মে আম্বিয়া তাজেদার
তাজেদারোঁ কা আকা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ১৩৮-১৪০)

♣ সরকার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সালার কি আমদ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা ♣ গমখোয়ার কি আমদ ... মারহাবা ♣ তাজেদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ শানদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"সীরাতে রাসূলে আরবী" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষন আমরা আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মুজিযা ও বিশেষত্ব সম্পর্কে শুনলাম, পাশাপাশি এটাও শুনলাম যে, **প্রিয় আক্বা, বারভী ওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন এই সমস্ত মুজিযার সমষ্টি, অর্থাৎ

www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কিরামগনের عَلَيْهِمُ السَّلَام সকল মুজিযা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তায় বিদ্যমান। এই সকল জ্ঞান যা আমরা শুনলাম তা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত খুবই সুন্দর একটি কিতাব **"সীরাতে রাসূলে আরবী"**তে বিদ্যমান।

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে কিতাবটি মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং তা অধ্যয়ন করুন আর যদি সম্ভব হয় অন্যান্য ইসলামী ভাইদের উৎসাহ প্রদান করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) ও প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের পরিচিতি

এই কিতাবটির সংকলন ও সহজ-করণ ইত্যাদির কাজ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগ **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"**ই করেছে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা এটি প্রকাশ করেছে। আল মদীনাতুল ইলমিয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সেই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যা উম্মতের সংশোধনের চেতনায় শুধুমাত্র ইলমী ও প্রকাশনার কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আল মদীনাতুল ইলমিয়া ১৬টি পর্যায়ে কোরআন ও হাদীস, তাফসীর আরবী থেকে উর্দূ, উর্দূ থেকে আরবী অনুবাদ এবং সংশোধন মূলক কিতাব ও রিসালা রচনা করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্তবয়স্কদের মাদ্‌রাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত প্রসার করার লক্ষ্যে ১০০টিরও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী** সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা।

www.dawateislami.net

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বিশেষকরে কোরআনে পাক সঠিকভাবে তিলাওয়াত করানো শেখানো হয়। কোরআনে পাক শেখা ও শেখানোর অনেক ফযিলত রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَہٗ" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে কেরআন, ৩/৪১০, হাদীস নং- ৫০২৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কোরআনে পাক শেখা ও শেখানোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোরআনে পাকের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে ইসলামী ভাইদের জন্য সাধারণত ইশার নামাযের পর বিভিন্ন মসজিদে অসংখ্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা রয়েছে এবং ইসলামী বোনদের জন্যও বিভিন্ন স্থান এবং বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা রয়েছে, ইসলামী ভাই ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোন ইসলামী বোনদের কোরআনে পাক পড়িয়ে থাকেন, হরফের সঠিক উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীম শেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করা, নামাযের মাসাইল শেখা, বিভিন্ন সুন্নাত ও আদব শেখা, ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়ার পদ্ধতি শেখা, ফিকরে মদীনা করা ইত্যাদি প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার রুটিনে অন্তর্ভূক্ত, এই রুটিনের সময়সীমা ৬৩ মিনিটের হয়ে থাকে। আমাদেরও দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অবশ্যই অংশগ্রহন করা উচিৎ। আসুন! প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহার শুনি।

আমার জীবনের পট-পরিবর্তন হয়ে গেলো

যমযম নগর (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এলাকা আফন্দি টাউনের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমি এক ফ্যাশনেবল যুবক ছিলাম, দুনিয়ার রঙ-তামাশায় বিভোর, নিজের আখিরাতের পরিনতি সম্পর্কে উদাসীনভাবে জীবনের ক্ষণ অতিবাহিত করছিলাম,

www.dawateislami.net

এমন সময় আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো, আমি প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার মনোরম পরিবেশে আসতেই আমার সৌভাগ্যের সফরের সূচনা হয়ে গেলো। প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার বরকতে আমার কঠিন হৃদয়ে খোদাভীতি এবং ইশকে **মুস্তফা**র প্রদীপ প্রজ্বলিত করে দেয়। এতে আমি কোরআনে পাকের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সুন্নাতে উপর আমল করার প্রেরণাও পাই এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করারও সৌভাগ্য নসীব হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ার বরকতে আমার জীবনে পট-পরিবর্তন হয়ে যায়, ফ্যাশন ও রঙ-তামাশা থেকে মুক্তি পেয়ে যাই এবং আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শানে **মুস্তফা** এমনই এক আকর্ষনীয় বিষয় যে, তা বয়ান করার জন্য এই সময় অনেক কম। **দো'জাহানের তাজেদার, সকল আম্বিয়াদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান বর্ণনা করতে করতে কত যুগ যে পেরিয়ে গেছে, সকলেই তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান বর্ণনা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই যেমনটি বর্ণনা করার হক ছিলো তেমন বর্ণনা করতে পারেননি। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে আরয করেন:

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُّ عَيْنِى وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرَّاءً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

অনুবাদ: (১) আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর কখনো আমার চোখ দেখেইনি, (২) আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর ও অপরূপ কোন মহিলাই জন্ম দেয়নি, (৩) আপনাকে সকল দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৪) যেন আপনাকে তেমনিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমনটি আপনি চেয়েছেন।

এমনিভাবে একবার **শাহানশাহে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হওয়ার পর হযরত পীর মেহের আলী শাহ গোলড়ভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীদারের সময়কার বিস্তার হওয়া অবস্থা স্বরণ করলে আবেগাপ্লুত হয়ে যান,

www.dawateislami.net

হৃদয় অশান্ত এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলে তখন তিনি একটি নাতে তা এই শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। (মেহের মনীর, ১৩২ পৃষ্ঠা)

আজ সিক মিতরাঁ দিহঁ ওয়া ধীরে এ্যায় কিয়ুঁ দিলডি উদাস ঘনিরি এ্যায়
লুঁ লুঁ ভিচ শওক জিঙ্গরী এ্যায় আজ নিইনাঁ লায়াঁ কিউঁ জিটইয়াঁ

এই কালামে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যমন্ডিত, ফযিলত ও উৎকর্ষতাকে খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, অবশেষে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই চরন দ্বারা কালামটি শেষ করেছেন।

سُبْحَانَ اللهِ مَا اَجْمَلَكَ مَا اَحْسَنَكَ مَا اَكْمَلَكَ
কিত্তে মেহের আলী কিত্তে তেরী সানা গোস্তাখ আখিঁ কেথে জা উডায়াঁ

অর্থাৎ আমার **আক্বা** আপনি এমনি সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষতার অধিকারী যে, আমার পক্ষে আপনার গুন গাওয়া সম্ভবই নয় বরং এর সাথে আমার কোন সম্বন্ধও নাই, কোথায় আমি আর কোথায় আপনার পবিত্র স্বত্তা, যিয়ারত ও দীদারের মর্যাদা শুধুমাত্র আপনারই অনুগ্রহ, নয়তো আমার চোখ এর উপযুক্ত কোথায় যে, **তাঁর** দিকে দেখা এবং তাকানোর সাহস হয়ে গেছে। (শরহে সিক মিতরাঁ দিই, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও তাঁর বয়ান ও রচনায় এবং নাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। তাঁর নাতের গ্রন্থ **"হাদায়িকে বখশীশ"** নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। তিনি এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে একটি কালাম লিখেন যে,

সরওয়ার কাহোঁ কেহ মা'লিক ও মাওলা কাহোঁ তুঝে
বাগে খলিল কা গুলে যেয়'বাঁ কাহোঁ তুঝে। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

চরনটির ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার পবিত্র স্বত্তাই সকল গুণাবলীর সমষ্টি, সুতরাং আমি আপনার কোন কোন গুণের বর্ণনা করবো? আমি কি আপনাকে নবীদের সরদার বলবো? নাকি নিজের আক্বা ও মাওলা বলবো? নাকি হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর বাগানের সুন্দরতম ফুল বলবো?

www.dawateislami.net

অতঃপর **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করে গেছেন, যখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য গুণাবলী, উৎকর্ষতা, ফযিলত ও বিশেষত্ব সম্পর্কে ভাবলেন তখন আশ্চার্য হয়ে গেলেন যে, **তাঁর** প্রশংসা কিভাবে বর্ণনা করা সম্ভব? অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই কালামের পরিসমাপ্তি এই চরনগুলো দ্বারা করেন:

তেরে তো ওসফ 'এয়বে তনাহি' সে হে বড়ি — হায়রাঁ হোঁ মেরে শাহ মে কিয়া কিয়া কাহোঁ তুঝে
কেহলেগী সব কুচ উন কে সানা খোয়াঁ কি খামশী — চুপ রাহা হে কেহ কে মে কিয়া কিয়া কাহোঁ তুঝে
লেকিন রযা নে খতমে চুখন উস পে কর দিয়া — খালিক কা বান্দা খলক কা আক্বা কাহোঁ তুঝে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অপর এক স্থানে বলেন:

এয় রযা খোদ সাহিবে কোরআঁ হে মাদ্দাহে হুযুর, তুঝ সে কব মুমকিন হে ফির মদহে রাসূলাল্লাহ্ কি।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

চরনটির ব্যাখ্যা: হে রযা! যেখানে সাহিবে কোরআন অর্থাৎ **খোদায়ে রহমানই আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করেছেন, তো সেখানে **তোমার**, প্রশংসার হক আদায় করা কিভাবে সম্ভব?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام অতুলনীয় গুণাবলী, ফযিলত এবং উৎকর্ষতা আর খুবই শান ও মহত্ব দান করেছেন, হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে ছফিউল্লাহ্ বানিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে নাজিউল্লাহ্ বানিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ السَّلَام কে খলিলুল্লাহ্ বানিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে যবিহুল্লাহ্ বানিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে কলিমুল্লাহ্ বানিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে রুহুল্লাহ্ বানিয়েছেন, মোটকথা সকল নবীকেই অসংখ্য গুণাবলী দান করেছেন এবং আমাদের **আক্বা, আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শুধু খলিল নয় বরং নিজের **হাবীব**ও বানিয়েছেন। যেমনটি স্বয়ং **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** যেমনিভাবে হযরত **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ السَّلَام কে নিজের খলিল বানিয়েছেন, তেমনিভাবে আমাকেও নিজের খলিল বানিয়েছেন। (মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, পৃষ্ঠা ২৭০)

www.dawateislami.net

অপর এক ইরশাদে **নববী** হচ্ছে: আমি **আল্লাহ্ তাআলার হাবীব** এবং তা গর্ব প্রকাশার্থে বলছি না। (তিরমীযি, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৫৪, হাদীস নং- ৩৬৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভবত কারো মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, খলিল ও **হাবীবের** মধ্যে পার্থক্য কি, তবে আসুন! এক ওলীয়ে কামীলের ভাষায় শুনি যে, খলিল এবং **হাবীবের** মধ্যে কি পার্থক্য।

আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায়** দু'টির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

খলিল ও হাবীবের মধ্যে পার্থক্য

(১) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়া থেকে বাঁচার দোয়া করবেন। (পারা ১৯, আশ শো'আরা, আয়াত ৮৭) আর **আল্লাহ্ তাআলা** স্বয়ং **আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** সদকায় **তাঁর** সাহাবীদেরও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কিয়ামদের দিন লাঞ্ছণা থেকে বাচাঁনোর সুসংবাদ শুনিয়েছেন। (পারা ২৮, আত তাহরীম, আয়াত ৮)

(২) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। (পারা ২৩, আস সিফত, আয়াত ৯৯) আর **রব (আল্লাহ্) তাআলা আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বয়ং ডেকে নিয়ে গিয়ে সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করেছেন। (পারা ১৫, বণী ইসরাঈল, আয়াত ১)

(৩) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام হিদায়াতের আশা করেছেন। (পারা ২৩, আস সিফত, আয়াত ৯৯) এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আর আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন। (পারা ২৬, আল ফাতাহ, আয়াত ২)

(৪) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ফিরিশতা বিশেষ মেহমান হয়ে আসেন। (পারা ২৬, আয যা'রিয়াত, আয়াত ২৪) এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: ফিরিশতারা **তাঁর** সিপাহী হয়। (পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১২৫, পারা ২৮, আত তাহরীম, আয়াত ৪)

(৫) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। (পারা ১৩, ইব্রাহিম, আয়াত ১৯) এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বয়ং **আল্লাহ্ তাআলাই** আদেশ করেছেন: আপনার উম্মতের জন্য মাগফিতের দোয়া করুন। (পারা ২৬, মুহাম্মদ, আয়াত ১৯)

www.dawateislami.net

(৬) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام পরবর্তীদের মাঝে নিজের আলোচনা অব্যাহত থাকার জন্য দোয়া করেন। (পারা ১৯, আশ শো'আরা, আয়াত ৮৪) এবং **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বয়ং **রব্বে করীম** ইরশাদ করেন: এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি। (পারা ৩০, আলাম নাশরাহ, আয়াত ৪)

(৭) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনায় **রব (আল্লাহ্) তাআলা** ইরশাদ করেন: তিনি লুত সম্প্রদায় হতে আযাব দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। (পারা ১২, হুদ, আয়াত ৭৪-৭৬, পারা ২০, আনকাবুত, আয়াত ৩২) এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **রব তাআলা** ইরশাদ করেন: এই কাফিরদের উপরও আযাব দেব না, যতক্ষন পর্যন্ত হে **রহমতে আলম**! আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। (পারা ৯, আনফাল, আয়াত ৩৩)

(৮) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: হে **আল্লাহ্**! আমার দোয়া কবুল করো। (পারা ১৩, ইব্রাহিম, আয়াত ৪০) এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর **তাঁকে** মান্যকারীদের **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: তোমাদের **রব** বলছেন: আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো।

(পারা ২৪, মুমিন, আয়াত ৬০) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৭৮-১৮২, সংক্ষেপিত)

তুহি আম্বিয়া কা সরওয়ার তু হি জাহাঁ কা ইয়াওয়ার,
তু হি রেহবারে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তু খোদা কে বাদ বেহতর হে সবি সে মেরে সরওয়ার,
তেরা হাশেমী ঘরানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরী ফরশ পর হুকুমত তেরী আরশ পর হুকুমত,
তু শাহানশাহে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান এমন উচ্চ যে, পুরো সৃষ্টি জগত মিলেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব বর্ণনা করতে পারবে না। যখনি শানে **মুস্তফা**র বয়ান করা হয় তখন আশিকানে **রাসূলে**র হৃদয়ে **মুস্তফা**র ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন! এই ভালবাসা তখনই পরিপূর্ণ মানা হবে, যখন আমরা সেই ভালবাসার দাবীকে ভালভাবে পুরা করবো।

www.dawateislami.net

যেমন- **তাঁর** পাশাপাশি **তাঁর** বাণী, **তাঁর** আহলে বাইত, **তাঁর** সাহাবায়ে কিরাম, **তাঁর** শহর এবং **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত প্রতিটি বস্তুকে ভালবাসা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যেভাবে **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন, তেমনিভাবে **প্রিয় আক্বা ও মওলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কীত এবং **তাঁরই** অংশ হওয়ার কারণে সৈয়দ বংশীয়দের সাথে ভালবাসা পোষণ এবং তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধাও করতেন। সুতরাং আমাদেরও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান শ্রদ্ধা করা উচিৎ এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করা উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার আহলে বাইতের মধ্য হতে যে কারো সাথে সদাচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তাকে দান করবো।

(আল জামেউস সগীর লিস সূয়ূতী, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৮২১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও সৈয়দ বংশীয়দের খুবই সম্মান করেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। সাক্ষাতের সময় যদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে বলে দেয়া হয় যে, ইনি সৈয়দ সাহেব, তবে সচরাচর দেখা যায় যে, তিনি খুবই বিনম্র ভাবে সৈয়দজাদার হাতে চুমু দিয়ে দেন। সৈয়দ বংশীয় বাচ্চাদের অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহ করা এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট। **(তারুপে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে **রাসূলের** আউলাদের সম্মান ও ভক্তি করা **রাসূলের** ভালবাসার নিদর্শন, তেমনিভাবে **প্রিয় আক্বা, কাবার বদরুদ্দোজা, তাইয়্যেবার শাসসুদ্দোহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শান ও মহত্ব, সম্মান ও ভক্তি এবং তাঁদের ভালবাসা ছাড়া রাসূলের ভালবাসার দাবী নিষ্ফল। মনে রাখবেন! আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান ও ভক্তির উপযুক্ত।

www.dawateislami.net

এরা সেই মোবারক ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব যারা **সায়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াতে লাব্বাইক বলেছেন, ইসলামের ছায়াতলে এসেই তন মন ধন দ্বারা ইসলামের শাশ্বত বার্তাকে দুনিয়া জুড়ে পৌঁছানোর জন্য তৈরী ছিলেন। এই মোবারক ব্যক্তিত্বরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করার জন্য এমনই অতুলনীয় কোরবানী দিয়েছেন যে, আজকের যুগে যা কল্পনা করাও কঠিন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, দু'জাহানের সফলতার জন্য এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের ভালবাসা হৃদয়ে গেঁথে নেয়া এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করা। আসুন! তাঁদের ভালবাসা অন্তরে বাড়ানোর জন্য তাঁদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে কয়েকটি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি।

১. "**আল্লাহ্ তাআলা** আমার সাহাবাদের নবীগণ ও রাসূলগণ ছাড়া সকল জাহানের উপর মর্যাদা দান করেছেন।" **(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, ৯/৭৩৬, হাদীস নং- ১৬৩৮৩)**

২. এক ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: "اَیُّ النَّاسِ خَیْرٌ কোন লোক উত্তম? ইরশাদ করলেন: " اَلْقَرْنُ الَّذِیْ اَنَا فِیْهِ ثُمَّ الثَّانِیْ الثَّالِثُ। অর্থাৎ এই যুগের লোক উত্তম, যাতে আমি রয়েছি, অতঃপর তারপরের যুগ এবং এরপর তৃতীয় যুগ। **(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িলিস সাহাবা, ১৩৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩৩)**

৩. "لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِیْ اَوْرَاٰی مَنْ رَاٰنِیْ অর্থাৎ সেই মুসলমানদের জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমার বা আমার সাহাবীর যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। **(তিরমীযি, বাবু মা'যা ফি নবীয়ে عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ওয়া সাহবিহি, ৫/৪৬১, হাদীস নং- ৩৮৮৪)**

সুতরাং সকল মুসলমানের উচিৎ যে, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মন থেকে সম্মান করা এবং তাঁদের ভালবাসাকে সর্বদা নিজের এবং নিজের বংশধরদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। তাঁদের ভালবাসা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের মন্দ লোকের সহচর্য থেকে বাচিয়ে রাখুক এবং সেই মহান ব্যক্তিদের ভালবাসা আমাদের অন্তরে সদা কায়েম রাখুন।

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর,
নজম হে অউর নাও হে ইতরাত রাসুলুল্লাহ্ কি। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত যে সত্যিকার প্রেমিক, তার তো নিজের মাহবুবের শহর, শহরের অলি গলি, বাজার সব কিছুর সাথেই ভালবাসা হয়, মাহবুবের সাথে সম্পর্কের কারণেই এই শহর আদব ও সম্মান এবং ভক্তির পাত্র হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি, তো **তাঁর** ভালবাসার দাবী হলো যে, **তাঁর** মোবারক শহর মক্কা মুকার্‌রমা এবং মদীনা মুনাওয়ারারও সত্যিকার ভালবাসা থাকা চাই এবং এর আদব ও সম্মানও আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখা চাই।

হেরেম কি যমীঁ অউর কদম রাখ কে চলনা,
আরে সরকা মওকা হে আওজানে ওয়ালে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ভালবাসার নিদর্শন এটাও যে, আমরা যেন আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর মজবুত ভাবে আমলকারী হই এবং **তাঁর** প্রিয় সুন্নাতকে আমলের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রসার করি। কেননা, **তাঁর** পদ্ধতির উপর আমল করাই আমাদের উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায়, যেমনটি পারা **২১**, সূরা আল আহযাব এর **২১** নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(পারা ২১, আল আহযাব, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
নিশ্চয় তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ্**র অনুসরণ উত্তম।

হযরত সদরুল আফাযিল সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"খাযাইনুল ইরফান"** এ এই আয়াতের পাদটিকায় লিখেন: উত্তমরূপে তাঁর অনুসরন করো এবং দ্বীনে **ইলাহী**র (ইসলামের) সাহায্য করো আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ছেড়ো না এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করো আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর চলো, এটাই উত্তম। (খাযাইনুল ইরফান, পারা ২১, আল আহযাব, আয়াত ২১, ৭৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমাকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হে আমার সন্তান! যদি তুমি এটা করতে পার যে, এমন অবস্থায় রাত দিন অতিবাহিত করবে যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি ঘৃণা থাকবে না, তবে এমনই করো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে আমার সন্তান! এটা আমার সুন্নাত, আর যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, বাবু এ'তেসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, ফসলুস সানি, ১/৫৫, হাদীস নং- ১৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করাই আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার উপায়। মিসওয়াক আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খুবই প্রিয় একটি সুন্নাত। আমাদের পূর্ববর্তীরা এই সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন, আসুন! এসম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি।

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِএর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুঁজে দেখা হল কিন্তু পাওয়া গেল না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এত বেশি দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক কিনে? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি উত্তর দেব, "তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত (মিসওয়াক) কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তা আসলে তো আমার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতেকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? **(লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা? আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন? হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক দিনার (অর্থাৎ সোনার আশরাফী) **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত মিসওয়াকের জন্য কোরবান করে দিয়েছেন, আর আহ! আজকে আমরা নিজেকে যদিওবা অনেক বড় আশিকে রাসূল মনে করি, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে যে, আট আনার মিসওয়াকও আমাদের দ্বারা কিনা হয় না। আসুন! মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফযিলতপূর্ণ তিনটি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবন করি:

১. মিসওয়াক ব্যবহার আবশ্যক করে নাও। কেননা, এতে মুখের পবিত্রতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি বিদ্যমান। (মুসনাদে আহমদ, ২/৪৩৮, হাদীস নং- ৫৮৬৯)

২. মিসওয়াকে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শিফা রয়েছে।

(জামেয়ে সগীর, পৃষ্ঠা ২৯৭, হাদীস নং- ৪৮৪০)

৩. মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২/, হাদীস নং- ১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে মিসওয়াকের মাদানী ফুল শ্রবন করি।

প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ ❀ মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস- ১৮) ❀ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৩৮, হাদীস - ৫৮৬৯) ❀ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর প্রথম খন্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী **মুহাম্মদ** আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।"

www.dawateislami.net

❀ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরন হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫/২৪৯, হাদীস-১৪৮৬৭) ❀ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১৬৬) ❀ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ❀ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বারভী তারিখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ বারভী রাত অর্থাৎ ১২ তম রাত এবং এই সম্পর্কের কারণেই ১২ সংখ্যাটি আমাদের খুবই প্রিয়। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ** ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ তাঁর নাতের গ্রন্থ **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এ বলেন:

কিউঁ বারভী পে হে সবি কো পেয়ার আ'গেয়া আয়া ইসি দিন আহমদে মুহতার আ'গেয়া
ঘর আ'মেনা কে সায়্যিদে আবরার আ'গেয়া খোশইয়াঁ মানাও গমযাদো গমখোয়ার আ'গেয়া
বরসেঁ ঘাটাইয়ি রহমতোঁ কি ঝুম ঝুম কর রহমত সরাপা জব মেরা সরদার আ'গেয়া

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এই বারভী তারিখের প্রিয় সম্পর্কের সাথে মিল রেখে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কমপক্ষে ১২টি সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহন অর্থাৎ তিলাওয়াত, নাত, বয়ান, যিকির, দোয়া, রাতে ইতিকাফ,

www.dawateislami.net

ফযরের পর মাদানী হালকা এবং ইশরাক ও চাশতের নামায পর্যন্ত অংশগ্রহন এবং নিজের সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করে কমপক্ষে দুইজন ইসলামী ভাইকে সাথে আনার নিয়্যত করে নিন। এই ইচ্ছাতেই হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলুন; اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ। ১২টি সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন করার নিয়্যতও করে নিন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, সায়্যিদিল আম্বিয়া صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের খুশিতে রবিউল আউয়ালে বরং যদি সম্ভব হয় এখনি ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রিয় প্রিয় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আজকের এই মোবারক রাতের মহান মুহুর্তে আশিকানে **রাসূলে**র সহচর্য অর্জন করে নেক আমলের ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন, ফরয ইলম শেখা, মাদানী ইনআমাতের প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মিলাদে **মুস্তফা**র কিছু সুন্দর মুহুর্তের আলোচনা শুনি। যখন আমার **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় আগমন হলো, তখন তারিখ কত ছিলো? কোন দিন ছিলো? অবস্থা কেমন ছিলো? আসুন! শুনি এবং ঈমান তাজা করি।

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ এবং দিন ছিলো সোমবার, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দাদাজান হেরেম শরীফ আসলেন, হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا ঘরে একা ছিলেন। কেননা, শাশুড়ি ও স্বামীর ছায়া অনেক আগেই উঠে গিয়েছিলো। শশুড় খানায়ে কাবার তাওয়াফে ব্যস্ত, হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا মনে মনে ভাবছিলেন যে, আহ! এখন যদি আব্দুল মোনাফের খান্দানের কয়েকজন মহিলা আমার নিকট থাকতো, হঠাৎ তখনি দেখলেন যে, অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা দ্বারা ঘর ভরে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন: "হে মহিলাগন! আপনারা কে? কোথা থেকে এসেছেন? এবং কেন এসেছেন?" তাঁদের মধ্য হতে একজন বললেন: "আমি উম্মুল বশর, সকল মানুষের মা, আদমের সহধর্মীনী, হাওয়া" (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)।

www.dawateislami.net

অন্যজন বললেন: "আমি ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া" (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا)। তৃতীয়জন বললেন: "আমি ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَیْہِ السَّلَام এর সম্মানিতা মা মরিয়ম (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) আর বাকিরা হচ্ছে জান্নাতের হুর। আজ **কাওনাঈনের দুলহা, জগতের দাতা, গরীবদের আশ্রয়স্থল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হবে। **তাঁকে** স্বাগত জানাতে এবং আপনার খিদমত করতেই আমরা এসেছি। হে আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا! দরজার বাইরে দৃষ্টি দাও, চারিদিকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, ফিরিশতাদের মেলা বসেছে, ঘরে হুর আর দরজায় ফিরিশতা, যাদের সারি আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত।" উপস্থিতিদের মাঝে কিছুটা এরূপ আলোচনা হচ্ছিলো।

(মজমুয়ে লতিফ উনসিয়ে ফি সিগুল মওলূদুন্নববীল কুদসী, পৃষ্ঠা ২৯২)

আয়ি নেদা কেহ আমিনা জাগে তেরে নসীব — আয়েগী তেরী গোদী মে আল্লাহ্ কে হাবীব
কাহা হুরোঁ নে ইয়ে মাহবুবে রাব্বুল আলামিন হোঙ্গে — ফিরিশতোঁ নে কাহা সরকার খাতামুল মুরসালিন হোঙ্গে
যমিন বোলি কেহ ইয়ে আসরারে কুদরত কে আমিঁ হোঙ্গে — ফালাক বোলা কেহ উন কে বা'দ পায়াম্বর নেহী হোঙ্গে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মা আমেনার চোখের তারা নবী, হালিমার প্রিয় নবী, বে-সাহারাদের সাহারা নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খতনা বিশিষ্ট, নাভি কর্তিত, সুরমা লাগানো অবস্থায় আগমন করেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে থাকে, রব্বে কাবার শপথ! কাবা সম্মানীত হয়েছে। সাবধান হয়ে যাও, কাবাকে তার কিবলা ও ঘর দিয়ে দেয়া হয়েছে।

মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, মুস্তফা জানে রহমত, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় আগমন করতেই **রব তাআলার** দরবারে সিজদায় পতিত হন। মোবারক আঙ্গুলসমূহ আকাশের দিকে উত্থিত অবস্থায় ছিলো। জান্নাতী ফুলের চাইতেও সুন্দর ঠোঁট নড়ছিলো এবং আওয়াজ আসছিলো رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِی, رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِی, رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِی, বিলাদতে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সময়ে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং একটি কাবার ছাদে।

হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: বিলাদতে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সময় এমন এক নূর চমকালো যাতে পূর্ব পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেলো এবং আমি মক্কা হতে শাম দেশের (সিরিয়া) অট্টালিকাগুলো স্পষ্ট দেখেছিলাম।

www.dawateislami.net

আমেনা তুঝ কো মোবারক শাহ কি মিলাদ হো তেরা আঙ্গন নূর, তেরা ঘর কা ঘর সব নূর হে
ইস তরফ জু নূর হে তো উস তরফ ভি নূর হে যর্‌রা যর্‌রা সব জাহা কা নূর সে মা'মুর হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় আগমন করতেই সিজদা করেছেন, আহ! সেই সিজদার সদকায় আমাদেরও সিজদা করার তৌফিক নসীব হয়ে যেতো এবং আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে তাকবীরে উলার সহকারে প্রথম সারিতে আদায়ে অভ্যস্থ হয়ে যেতাম। মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষের জন্য পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয। নামায় ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফের, হোক তার নাম ও অন্যান্য কাজ মুসলমানের মতোই। যে হতভাগা এক ওয়াক্ত নামায জেনে বুঝে কাযা করে, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়।

রুহুল আমী নে গাড়া কাবে কি ছাদ পে ঝান্ডা,
তা আরশ উড়া পেরা সুবহে শবে বিলাদত।

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! আমরাও নিজের হাতে এবং গাড়িতে ফয়যানে গুম্বদে হাজরা এবং ফয়যানে গুম্বদে গাউস ও রযায় পরিপূর্ণ মাদানী পতাকা উড়াব। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত মাদানী ফুলের মাকতুব অনুযায়ী জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহন করবো। উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **১২** রবিউল আউয়াল অর্থাৎ আজকের রোযা রাখবো। কেননা, আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন এবং যখন **রিসালতের** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন ইরশাদ করলেন: "এই দিনই আমি দুনিয়ায় এসেছি এবং এই দিনই আমার প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।" তো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরাও আজকে রোযা রাকবো। হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net